কালের কণ্ঠ

তারিখ 12 NOV 2017
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ২

সিংগাইর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের দোকান বরাদ্দে অনিয়ম

৫৮ লাখ টাকা প্রধান শিক্ষকের অ্যাকাউন্টে

সাব্বিরুল ইসলাম সাবু, মানিকগঞ্জ ▷

নতুন দোকান বরাদ্দ এবং পুরনো ভাড়াটেদের সঙ্গে চুক্তি নবায়নের ক্ষেত্রে মানিকগঞ্জের সিংগাইর মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে অনিয়ম হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সেলামির টাকা প্রধান শিক্ষকের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে জমা, বিজ্ঞপ্তি প্রচার না করা, পছন্দের লোকজন এমনকি ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও শিক্ষকদের দোকান বরাদ্দ দেওয়া।

বিদ্যালয়টি জাতীয়করণের তালিকাভুক্ত হওয়ার পেছনের তারিখে (ব্যাক ডেট) নতুন দোকান বরাদ্দ ও নবায়ন করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায় এ অনিয়মের হোতা প্রধান শিক্ষক মো. আক্রাম হোসেন।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, সিংগাইর মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়টি ১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন ব্যক্তির দান করা ১১ একর জমি রয়েছে এ বিদ্যালয়ে। তবে কর্তৃপক্ষের অবহেলায় এরই মধ্যে তিন একর জমি বেহাত হয়ে গেছে। এসব জমি দখল করে নিয়েছে প্রভাবশালীরা। বাকি জমিতে ক্যাম্পাস। এ ছাড়া সিংগাইর বাজারে কিছু জমিতে প্রায় ৩০ বছর আগে মার্কেট করে ৩২টি দোকানঘর ভাড়া দেওয়া হয়েছে। এই মার্কেটসংলগ্ন আরো প্রায় ৯ শতাংশ জমিতে নতুন করে ২৮টি দোকানঘর নির্মাণের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

পুরনো ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সম্প্রতি কর্তৃপক্ষ তাঁদের সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করেছে। চুক্তি অনুযায়ী ভাড়াটিয়ারা নিজের টাকায় তাঁদের ঘর একতলা থেকে দোতলা করতে পারবেন। দোকানের জমির পরিমাণের ওপর নির্ভর করে তাঁদের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নেওয়া হয়েছে। অগ্রিম বাবদ তাঁরা সবাই মিলে প্রায় ৫৮ লাখ টাকা দিয়েছেন। এই টাকা জমা হয়েছে অগ্রণী ব্যাংক সিংগাইর শাখায় প্রধান শিক্ষকের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে।

'ইতি সুজ'-এর মালিক মহম্মদ আবুল বাশার জানান, তাঁর দোকানের মাপ হচ্ছে ২৯ ফুট বাই ২৮ ফুট। চুক্তি নবায়নে তাঁকে দিতে হয়েছে তিন লাখ ৩৪ হাজার টাকা। প্রধান শিক্ষকের অ্যাকাউন্টে তিনি টাকা জমা দিয়েছেন।

আরেক ভাড়াটিয়া মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রশিদ জানান, তিনিও অগ্রিম বাবদ দুই লাখ ৩৩ হাজার টাকা প্রধান শিক্ষকের অ্যাকাউন্টে জমা দিয়েছেন।

প্রতিষ্ঠান বাদ রেখে ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দেওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে তাঁরা বলেন, প্রধান শিক্ষক তাঁদের এভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। ঝামেলা হওয়ার ভয়ে তাঁরা মেনে নিয়েছেন। তবে তাঁরা অভিযোগ করেন, পুরনো মার্কেটে একটি খালি জায়গা ছিল গাড়ি পার্ক করার জন্য। কর্তৃপক্ষ সে জায়গাটুকুও দোকানের জন্য বরাদ্দ দিয়েছে। সেখানে দোকান করা হলে গাড়ি পার্ক করা যাবে না। তাঁরা এই জায়গাটুকু দোকানঘর না করার জন্য দাবি জানান।

এদিকে নতুন করে দোকান নির্মাণের জন্য জমি বরাদ্দে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। নিয়ম অনুযায়ী এ ক্ষেত্রে জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, স্থানীয়ভাবে মাইকিং ও পোস্টারিং করতে হয়। যাতে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে সর্বোচ্চ দাম পাওয়া যায়। কিন্তু এর কোনোটাই করা হয়নি।

ব্যবসায়ী আবুল কাশেম জানান, অত্যন্ত গোপনে এই জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ফলে তিনি বিষয়টি জানতে পারেননি। তিনি বলেন, 'পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, মূলত প্রধান শিক্ষকসহ প্রভাবশালী কয়েক শিক্ষক, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগের কয়েক নেতা জমি ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়েছেন। পরে তাঁরা বেশি দামে ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। তাঁর মতে, 'প্রতিটি দোকান থেকে তিন থেকে চার লাখ টাকা কামাই হয়েছে।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ব্যবস্থাপনা কমিটির সাবেক সদস্য ও উপজেলা আওয়ামী লীগের এক গুরুত্বপূর্ণ নেতা বলেন, 'বিদ্যালয়টি জাতীয়করণ করা হচ্ছে। এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারির আগেই তড়িঘড়ি করে দোকানের জন্য জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। কেননা জাতীয়করণ হয়ে গেলে, বিনা বিজ্ঞপ্তি ও বিনা দরপত্রে জমি বরাদ্দ দেওয়া সম্ভব হতো না।'

প্রধান শিক্ষকের কাছে নতুন বরাদ্দ পাওয়াদের তালিকা চেয়েও পাওয়া যায়নি। তবে জ্যেষ্ঠ শিক্ষক আবুল হোসেন স্বীকার করেছেন, তিনি একটি দোকান বরাদ্দ পেয়েছেন। অবসরে যাওয়ার পর সেখানে ব্যবসা করবেন।

প্রধান শিক্ষক মো. আক্রাম হোসেন বলেন, '২৮টি নতুন দোকানের জন্য জমি বরাদ্দ বাবদ ৯০ লাখ টাকা সেলামি পাওয়া গেছে। জমির পরিমাণের ওপর নির্ভর করে সেলামি পাওয়া গেছে সর্বোচ্চ ছয় লাখ এবং সর্বনিম্ন আড়াই লাখ টাকা।' তিনি আরো বলেন, 'এ নিয়ে গত বছরের মেতে সভা করে ব্যবস্থাপনা কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর জাতীয়করণের প্রজ্ঞাপন অনলাইনে প্রকাশ হয়েছে গত ২৮ অক্টোবর। বরাদ্দ প্রক্রিয়া আইনানুগ হয়েছে।'

এদিকে শিক্ষক আবুল হোসেন জানান, একটি দোকানের জন্য সেলামি দিতে হয়েছে ৯ লাখ টাকা।

ফার্মেসি ব্যবসায়ী বিকাশ সাহা জানান, তাঁরা তিন ভাই তিনটি দোকান বরাদ্দ পেয়েছেন। প্রতিটি দোকানের জন্য সাত লাখ টাকা দিয়েছেন। প্রধান শিক্ষকের কাছে নগদ টাকায় সেলামি পরিশোধ করেছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যবসায়ী জানান, ব্যবস্থাপনা কমিটির এক সদস্যের মাধ্যমে তিনি একটি দোকান বরাদ্দ পেয়েছেন। ওই সদস্যকে দিতে হয়েছে তিন লাখ টাকা। আর বিদ্যালয়ে জমা দিয়েছেন আরো ছয় লাখ টাকা।

এ বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি, সংসদ সদস্য ও সংগীতশিল্পী মমতাজ বেগমের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। তবে দাতা সদস্য এবং উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল বারেক অনিয়ম অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, 'আমরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি তা বিদ্যালয় এবং এলাকার ভালোর জন্যই নিয়েছি।' তবে জানা গেছে, তিনিও একটি দোকানের জন্য জমি বরাদ্দ পেয়েছেন।